দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থনীতি ঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, জনগণের জন্য লাইব্রেরীর সুবিধাসহ শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করা হবে। দেশে লাইব্রেরী এবং লাইব্রেরিয়ানশীপের উন্নয়ন ঘটানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। খবর বাসসর।

জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস এবং লাইব্রেরী ব্যবহারের প্রবণতা গড়ে তোলার জন্য দেশব্যাপী লাইব্রেরী আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গুরুত্ব আরো করেন। এই প্রক্রিয়ায় সহায়তাদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ধনী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

রোববার ঢাকায় ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীর লাইব্রেরী ও লাইব্রেরিয়ানের প্রস্তুতি শীর্ষক তিন দিনের জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভাষণ দিচ্ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, তাঁর সরকার বর্তমান দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টা, গণশিক্ষা বিস্তার ও জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে লাইব্রেরীকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে চায়।

তিনি বলেন, গ্রামেগঞ্জে আমরা লাইব্রেরী স্থাপন করতে চাই। আমরা ভ্রাম্যমান পুস্তক প্রদর্শনী ও বই মেলা করতে চাই। বাংলাদেশ লাইব্রেরী সমিতি (এলএবি) আয়োজিত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দীন সরকার, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ইউনুস খান, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম, এলএবি-এর সভাপতি এ কে এম আবদুর নূর, সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম খান ও কাউন্সিলর জাকির উদ্দীন আহমদ।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, লাইব্রেরীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে দুইটি প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রন্থ উন্নয়ন প্রকল্প এবং অপরটি জেলা ও থানা পর্যায়ে ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর জন্য ৬ কোটি টাকার সাহায্যদান কর্মসূচী।

তিনি বলেন, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এবং সরকার পরিচালিত লাইব্রেরী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আরো বলেন, তার সরকার লাইব্রেরী ও লাইব্রেরী সংক্রান্ত কর্মকান্ডের স্থবীরতা দূর করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে লাইব্রেরী যাতে যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে সে ব্যাপারে সরকার পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সরকার লাইব্রেরী ও লাইব্রেরিয়ানদের সকল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

জাতীয় লাইব্রেরী ও তথ্যনীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়া বিবেচনাধীন রয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, দেশের লাইব্রেরীসমূহের উন্নয়নের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

লাইব্রেরী কমিশন গঠনের বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, লাইব্রেরীর উন্নয়ন ও অপরাপর সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষামন্ত্রী ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশের লাইব্রেরী সংক্রান্ত কর্মকান্ডের জন্য লাইব্রেরী সমিতির প্রশংসা করেন। লাইব্রেরীর বিস্তার ছাড়া শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, জাতীয় বিজ্ঞান লাইব্রেরী যেটিকে পরে অপর একটি সংস্থার সঙ্গে একত্রীকরণ করা হয়েছে তা আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।

একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী লাইব্রেরিয়ানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।